সংবাদ

11 MAY 2003

চ.বিতে দ্বিগুণ-তিনগুণ ফি আদায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থী দিশেহারা

সরোয়ার জাহান সুমন, চ.বি থেকে ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মাথায় বাজ পড়েছে। চলতি (২০০২-০৩) অর্থ বছর হতে চ.বি কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের থেকে বিভিন্ন খাতে প্রায় দ্বিগুণ হতে তিনগুণ বর্ধিত ফি আদায় করছেন। চ.বি কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর অজুহাতে এ সকল ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটা হয়েছে 'মড়ার উপর খড়ার ঘা'।

চলতি (২০০২-০৩) শিক্ষাবর্ষে কলা, সমাজবিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদে ভর্তি ফি বেড়েছে ৯শ' টাকা, বিজ্ঞান বিভাগে পেয়েছে ১ হাজার ৪৭ টাকা। এছাড়া প্রাক্কলিত বাজেটে পরিবহন ফি, পরীক্ষার ফি, হল চার্জ ফি ও সনদপত্র ফি যথাক্রমে শতকরা ৪০ ভাগ, ২৫ ভাগ ও ৭৫ ভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে কোন কোন বিভাগে রশিদ ছাড়াও আদায় করা হচ্ছে ৭শ' হতে ২ হাজার ৪শ' টাকা পর্যন্ত।

চ.বি'র প্রায় ৫ কোটি ৬ লাখ টাকার ঘাটতি বাজেট পূরণের নামে অধ্যয়নরত ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে। চ. বি'র অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর অজুহাতে এ সকল ফি চলতি অর্থ বছর হতে নেয়া হচ্ছে।

কলা, সমাজ বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্বে প্রায় ১ হাজার ৪শ' ৫০ টাকা দিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও

চ.বি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

চ.বি ঃ ফি আদায়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

এবার একজন শিক্ষার্থীকে ফি বাবদ পরিশোধ করতে হবে ২ হাজার ২শ' ৬৯ টাকা বিজ্ঞান অনুষদের ১ হাজার ৫শ' ৫৮ টাকার জায়গায় বেতন ফি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬শ' ৫ টাকা। প্রতি বিভাগে ফর্মের মূল্য বাবদ নতুন করে ৫শ' থেকে ৭শ' টাকা এবং কম্পিউটারসহ নানা খাতে ৯শ' টাকা থেকে শুরু করে ২ হাজার ৪শ' টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। রশিদ ছাড়াও বিভিন্ন খাতের নামে বিভাগ ওয়ারি টাকা আদায় করছে চ.বি কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া, পূর্বে একজন শিক্ষার্থী কেবল অনার্স কোর্সের প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেও এবার থেকে প্রতি বর্ষে তাকে পুনঃভর্তি হতে হবে। চ.বি কর্তৃপক্ষ ঘোষণা না দিয়ে হঠাৎ করে বছরের মাঝামাঝিতে স্বল্পতম সময়ের নোটিশে এ সকল বর্ধিত ফি ধার্য করে। বিভিন্ন খাতে ফি বৃদ্ধির ফলে এবার থেকে ৩ হাজার টাকার কমে কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। আর বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির জন্য লাগবে ৫ হাজার টাকা।

হঠাৎ করে এভাবে বিভিন্ন খাতে প্রায় দ্বিগুণ হতে তিনগুণ ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ব্যানারে আন্দোলনে নেমেছে। চ.বির উপাচার্য প্রফেসর এ. জে. এম নুরুদ্দিন চৌধুরী এ ব্যাপারে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি বাজেট কমানোর জন্য ফি বৃদ্ধি ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প ছিল না।

ফি বৃদ্ধির এ সিদ্ধান্তে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে চ.বি সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র শামীম জাহাঙ্গীর বলেন, "অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানোর দায় শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।"